প্রথম ও শেষ কোরবানীর গল্প

প্রথম অংশঃ ঈসা

ঈসা, সৃষ্টিকর্তার কালাম শুরু করার আগে থেকে তিনি সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে বেহেশতে ছিলেন। তিনি কুমারী বিবি মরিয়মের মাধ্যমে এই দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিতাবুল মোকাদ্দস এবং কোরআন শরীফ উভয়ই একই বিষয় বলে। যদিও তিনি সবভাবেই পরীক্ষিত হয়েছিয়েন, ঈসা কখনই গুনাহ্ করেন নি। তিনি কখনও চুরি করেন নি, কখনও কাউকে হত্যা করেন নি, কখনও নিজের জন্য ধনসম্পদ জমা করেন নি। ঈসা একবার ৪০ দিন এবং ৪০ রাত রোজা থেকে ছিলেন এবং ইবলিশ শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছিলেন কিন্তু তিনি তখনও কোন গুনাহ করেন নি।

ঈসা অনেক আশ্চর্যজনক কাজ করেছিলেন। তিনি মন্দ আত্মা দূর করেছিলেন, অসুস্থ এবং অন্ধকে সুস্থ করেছিলেন এবং ঈসা মৃতদেরও জীবন দিয়েছিলেন।

তিনি তাঁর উম্মতদের বলেছিলেন, "আমাকে অবশ্যই মরতে হবে কিন্তু আমি আবার জীবিত হয়ে উঠব"। এটি একটি মজার বিষয় যে, যদিও ঈসা তখন বৃদ্ধ ছিলেন না, তবুও তিনি তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী বলতে লাগলেন।

আপনি কি জানেন কেন ঈসা বলেছিলেন, "আমাকে অবশ্যই মরতে হবে"?

২য় অংশঃ হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার গল্প

কেন ঈসাকে মরতে হয়েছিল? তৌরাত শরীফে এই উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়। তৌরাত আমাদের সৃষ্টিকর্তা যে প্রথম মানব, হযরত আদম এবং বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করেছিলেন সে বিষয়ে বলে। সৃষ্টিকর্তা তাদের একটি বেহেশতে, যোটিকে এদোন বাগান বলা হতো সেখানে রেখেছিলেন। তাদেরকে বাগানের সব গাছের ফল খাওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিলেন। কিন্তু শুধুমাত্র একটি ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছিল। সৃষ্টিকর্তা তাদের বলেছিলেন যে যদি তারা ঐ গাছের ফল খায় তবে তারা অবশ্যই মারা যাবে।

একদিন, ইবলিশ শয়তান সাপের রূপ ধরে সৃষ্টিকর্তা যে ফল খেতে করেছিলেন সেই ফল খাওয়ার জন্য হাওয়াকে প্রলোভিত করল। সে ফল খেল এবং আদমকেও যে তার সঙ্গে দিল, সেও খেল। তখনই তারা ভয় এবং লজ্জা পেয়েছিল, তাই তারা সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখলো। কিন্তু যেহেতু সৃষ্টিকর্তা সবকিছু জানেন, তিনি তাদের খুঁজে পেলেন এবং হযরত আদম ও বিবি হাওয়াকে তাদের অবাধ্যতার জন্য শাস্তি দিলেন।

তাদের অবাধ্যতার কারণে, সৃষ্টিকর্তা হযরত আদম এবং বিবি হাওয়াকে বেহেশতের বাগান থেকে বের করে দিলেন এবং সবশেষে তারা মারা গিয়েছিলেন। তাদের জন্য সৃষ্টিকর্তার আকাঙ্খা ছিল যেন তারা চিরকাল তাঁর সাথে বেঁচে থাকবে, কিন্তু তাদের গুনাহের কারণে তারা বেহেশত হারাল এবং মারা গেল।

এটি একটি মজার বিষয় যে তৌরাত বলে হযরত আদম এবং বিবি হাওয়া শুধুমাত্র একটি গুনাহ করেছিল এবং যার ফলে তারা বিবেচিত হয়েছিল এবং মৃত্যু প্রাপ্ত হয়েছিল। মনে হয় হয়রত আদম এবং বিবি হাওয়াতো ভাল মানুষই ছিল; অন্তত আমাদের চেয়ে ভাল। তারা কাউকে হত্যা করেনি, ব্যাভিচার করেনি অথবা কিছু চুরি করেনি। কিন্তু তারা শুধুমাত্র একবার অবাধ্য হয়েছিল এবং যা তাদের জন্য মৃত্যুর ফলাফল বয়ে এনেছিল। মাঝে মাঝে আমরা চিন্তা করি যে আমাদের ভাল কাজ যদি খারাপ কাজের চেয়ে বেশী তাহলে আমাদের গুনাহের মাফ পাব, কিন্তু অবশ্যই কিতাবুল মোকাদ্দস সেটা বলে না।

সৃষ্টিকর্তা তখনও হযরত আদম এবং বিবি হাওয়াকে এতো মহব্বত করতেন। এই কারণে তিনি তাদের গুনাজের মাফ পাওয়ার জন্য একটি নতুন পথ তৈরী করলেন। তাদেরকে গুনাহের শাস্তি দেওয়ার পরে, সৃষ্টিকর্তা সাপকে যে তাদের ভুলিয়েছিল এবং তারও বিচার করলেন। ঐ সময় সৃষ্টিকর্তা প্রতিজ্ঞা করলেন যে নারীর বংশ থেকে একজন নাজাতদাতা আসবে। শত শত বছর ধরে সৃষ্টিকর্তা অনেক নবী পাঠিয়েছিলেন, যারা বারবার একজন নাজাতদাতা আসার কথা বলতেন এবং যিনি দুনিয়ার সমস্ত গুনাহ দূর করবেন।

এরপর সৃষ্টিকর্তা খুবই অদ্ভুত কিছু করলেন। হযরত আদম এবং বিবি হাওয়া গাছের পাতা দিয়ে যে পোশাক তৈরী করেছিলেন সেই পোশাকের পরিবর্তে পশুর চামড়া থেকে নতুন পোশাক তৈরী করে দিলেন। অবশ্যই, এই পোশাক তৈরী করার জন্য কোন পশুকে মরতে হয়েছিল। এই নিষ্পাপ পশুর মৃত্যু ছিল মুল্যস্বরূপ যা সৃষ্টিকর্তা হযরত আদম এবং বিবি হাওয়ার গুনাহ ঢেকে দেওয়ার জন্য ব্যয় করেছিলেন। কারণ সৃষ্টিকর্তা তাদেরকে মহব্বত করতেন, তিনি নিজে তাদের গুনাহের ক্ষমার জন্য প্রথম কোরবানী দিয়েছিলেন। কিতাবুল মোকাদ্দস আমাদের শিক্ষা দেয় যে, প্রত্যেক জিনিসই রক্তের দ্বারা সূচি করা হয় এবং রক্তাপাত না হলে গুনাহের মাফ হয় না (ইব্রীয় ৯ঃ২)। সেই প্রথম কোরবানী থেকে, আমাদের সকল পূর্বপুরুষেরা তাদের গুনাহের মাফ পাবার জন্য কোরবানী দিয়েছে। হযরত আদম এবং বিবি হাওয়া, হযরত ইব্রাহিম, মুসা, দাউদ এবং অন্যান্যরা।

৩য় অংশঃ ঈসার গল্প

তারপর ঈসা আসলেন, একজন কুমারীর মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করলেন, একজন নারীর বংশে। ঈসা একটি পাক-সাফ জীবন-যাপন করেছিলেন এবং অনেক আশ্চর্যজনক কাজ করেছিলেন। ঈসার প্রচার কাজ শুরু করার সময় ইয়াহিয়া নামের একজন নবী ছিলেন, ঈসার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, "ঐ দেখ সৃষ্টিকর্তার মেষ শিশু, যিনি মানুষের সমস্ত গুনাহ দূর করেন"।

এই বিষয়টি অদ্ভুত তাই না কি? ঈসাকে বলা হয়েছিল "সৃষ্টিকর্তার মেষশিশু"। কেন? কারণ কোরবানী দেওয়ার জন্য মেষশিশু ব্যবহার করা হক। আপনার কি আমার প্রশ্ন মনে আছে: "কেন ঈসা বলেছিলেন, "আমাকে অবশ্যই মরতে হবে?" এই কারণে। ঈসা সৃষ্টিকর্তার কোরবানী হিসাবে এসেছিলেন যেন আমরা আমাদের গুনার মাফ পেতে পারি। এই কারণে ঈসা ইহুদী নেতা এবং রোমীয় সৈন্যদের সামনে ধরা দিয়েছিলেন যেন তাঁরা ঈসাকে ক্রুসের উপরে মেরে ফেলেন। আমার এবং আপনার গুনাহের জন্য তিনি সৃষ্টিকর্তার কোরবানী হয়েছিলেন।

তিনি যখন মারা যাচ্ছিলেন, ঈসা চিৎকার করে বলেছিলেন, "সমাপ্ত হল," মানে হল আমাদের মূল্য শোধ করা হয়েছিল। এরপর ঈসা মাথা নিচু করলেন এবং মারা গেলেন। কিন্তু তৃতীয় দিনে ঈসা মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠলেন ঠিক যেমনটি তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। পরবর্তী ৪০ দিন, ঈসা তাঁর ৫০০ জনের ও বেশি উম্মতকে দেখা দিলেন এবং এরপর বেহেশতে গেলেন। আমরা জানি যে একদিন ঈসা এই দুনিয়াতে মানবজাতির বিচারকর্তা হিসাবে ফিরে আসবেন।

কিতাবুল মোকাদ্দস আমাদের বলে যে, যদি আপনি প্রভু ঈসা মসীহের কাছে আপনার জীবন সমর্পণ করেন এবং বিশ্বাস করেন যে তিনি নিজেকে কোরবানীর মাধ্যমে আপনার গুনাহের মূল্য দিয়েছেন এবং সৃষ্টিকর্তা তাকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলেছেন তাহলে আপনার গুনাহ মাফ করা হবে।

এই কারণে আমি অবশ্যই জানি যে আমার গুনাহের ক্ষমা হয়ে গেছে।